যুগান্তর

তারিখ ... 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩
15 FEB 2014

বেসরকারি শিক্ষক-মুক্তিযোদ্ধা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার

১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে, জীবন বাজি রেখে সবার মতো আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। দেশ স্বাধীন হল। বেছে নিলাম শিক্ষকতার মহান পেশা। বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করে জীবনের গ্লানি বয়ে চলেছি। শিক্ষকতা পেশাতেও সরকারি বনাম বেসরকারি বিরাট বৈষম্য। অন্যদিকে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও বৈষম্য, মনে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, সরকারি চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধা। দুই, বেসরকারি শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার মুক্তিযোদ্ধা।

সরকারি চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধারা যেন সৌভাগ্যবান মুক্তিযোদ্ধা। তারা সরকারি সব সুবিধাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে আমরা গর্বিত। কিন্তু আমরা বেসরকারি শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধারা কেন যেন বিমাতার সন্তান। আমরা বঞ্চিত ও অবহেলিত। ২০১০ সালে এক সরকারি আদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরির বয়সসীমা দু'বছর বাড়ানো হল। বঞ্চিত হল বেসরকারি শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধারা। কেন এই বৈষম্য?

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সনদপত্রের দুটি লাইন হচ্ছে, 'সরকার মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছে, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।' অথচ বেসরকারি শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধারা এ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাহলে বেসরকারি শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধারাও আইনত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এক তথ্যানুসারে অনুমান করা যায় সারা দেশে বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কোনক্রমেই এক হাজারে বেশি নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বেসরকারি শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আবেদন— আমাদেরও চাকরির বয়সসীমা দু'বছর বৃদ্ধি করে আমাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করুন।

অধ্যক্ষ মীর হারুন-উর-রশিদ ও অধ্যাপক আবদুল হালিম
কুমিল্লা